সকল ব্যর্থ ত্যাগ করে সমর্থ হও

আজ বাপদাদা বিকর্মাজিত্ অর্থাত্ বিকর্ম সন্ন্যাসী আত্মাদের দেখছেন । ব্রাহ্মণ আত্মা হওয়া অর্থাত্ শ্রেষ্ঠ কর্ম করা এবং বিকর্মের সন্ন্যাস করা । ব্রাহ্মণ বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথেই তোমরা এই শ্রেষ্ঠ সংকল্প করেছিলে যে, এখন থেকে তোমরা বিকর্ম বন্ধ করে সুকর্ম করবে । যে আত্মা সুকর্ম করে তাকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলা হয়ে থাকে । সেইজন্য তোমাদের সংকল্প ছিলো বিকর্ম জয়ী হওয়ার । এই লক্ষ্যই সবাই প্রথমে ধারণ করেছিলে, তাই না ! এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ধারণ করছ ? তাহলে, নিজেকে প্রশ্ন করো - আমি কি পাপাদি পূর্ণ কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রেখেছি ? যেমন লৌকিক দুনিয়ার উঁচু রয়্যাল পরিবারের আত্মারা কোনও নগণ্য কর্ম করেনা, সেইরকম তোমরা সুকর্মী আত্মারাও বিকর্ম করতে পারোনা । ঠিক যেমন হদের বৈষ্ণবগণ কোনও অকিঞ্চিত্কর জিনিস গ্রহণ করেনা, তেমন এইরকম বিকর্মাজিত্ বিষ্ণুবংশী তোমরাও বিকর্ম বা অশুভ সংকল্প অর্থাত্ কোনও তমোগুণী কর্ম বা সংকল্প করতে পারোনা । এই ধরণের কর্ম ব্রাহ্মণ ধর্মে নিষেধ আছে । তোমরা যেমন এখানে আসা নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্ত বিষয়ের ডাইরেকশন লেখো, যে, একজন সহজযোগীর জন্য এই এই ব্যাপারে নিষেধ আছে, তোমরাও স্পষ্ট করে বুঝতে পারো তো ব্রাহ্মণদের এবং তোমাদের কি কি নিষেধ আছে ? তোমরা সবাই জানো এবং মেনেও থাকো, কিন্তু তারাই অনুসরণ ক'রে চলে যারা নম্বরক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠ । এইরকম বাচ্চাদের দেখে বাপদাদার এক মজাদার কাহিনী স্মরণে এলো যেটা তোমরা শুনিয়ে থাকো । তোমরা যদিও এটা মানো এবং বলো, কিন্তু বলা সত্ত্বেও তোমরা এটা করো ! এই বিষয়ের আধারে তোমরা অন্যদের তোতাকাহিনী শুনিয়ে থাকো । তোমরা অন্যকে করতে না করছ অথচ নিজেরাই সেটা করছ ! সুতরাং, এই বিষয়ে তোমাদের কি বলার থাকতে পারে ? ব্রাহ্মণ আত্মাদের কি এটাই শ্রেষ্ঠ আচার ? কারণ ব্রাহ্মণ হওয়ার অর্থ শ্রেষ্ঠ হওয়া । তাহলে, শ্রেষ্ঠত্ব কি ? বিশুদ্ধ কর্ম নাকি তুচ্ছ কর্ম ? ব্রাহ্মণ যখন নগণ্য কিছু করতে পারেনা তখন বিকর্মের তো কোনও কথাই নেই ! বিকর্মাজিত্ অর্থাত্ বিকর্ম বা অশুদ্ধ সংকল্পের ত্যাগ । কর্মেন্দ্রিয়ের আধারে থাকার কারণে তোমরা কর্ম করা থেকে বিরত থাকতে পারোনা । সুতরাং দেহের সম্বন্ধ কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে আছে আর কর্মেন্দ্রিয় কর্ম করার সাথে । আমরা এখন এই দেহ আর দেহের সাথে সম্বন্ধীত সবকিছু ত্যাগের বিষয়ে কথা বলছি । কর্ম কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে যুক্ত, কর্মের ক্ষেত্রে তোমাদের ত্যাগ করতে হবে বিকর্মকে । বিকর্মের ত্যাগ বিনা তোমরা সুকর্মী বা বিকর্মাজিত্ হতে পারবেনা । তোমরা বিকর্মের পরিভাষা ভালোভাবে জেনেছ । কোনরকম বিকর্মের অংশমাত্রেরও বশীভূত হয়ে কর্ম করা অর্থাত্ বিকর্ম করা । বিকারের সূক্ষ্ম এবং রয়্যাল স্বরূপ, এই দুটোই তোমরা ভালোভাবে জেনেছ আর এই বিষয়ে তোমাদের আগেই বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণদের বিকারের রয়্যাল রূপ কি ! যদি কোনও বিকার তার রয়্যাল রূপে থাকে বা তাদের সূক্ষ্ম অংশমাত্রও থাকে, তবে সেইরকম আত্মা সদা পবিত্র কর্ম করতে অপারগ হয় অর্থাত্ সুকর্মী হতে পারেনা ।

অমৃতবেলা থেকে চেক করো, তুমি সুকর্ম করেছ নাকি ব্যর্থ কর্ম করেছ বা কোনও বিকর্ম হয়েছে কিনা ! সুকর্ম অর্থাত্ শ্রীমতের আধারে কর্ম করা । শ্রীমতের আধারে করা কর্ম নিজে থেকেই সুকর্মের খাতায় জমা হয়ে যায় । সুতরাং, সুকর্ম এবং বিকর্ম

কে এইভাবে চেক করো । অবিরত বারবার নিজেকে এই বিধিতে চেক করো । তোমাদের প্রত্যেক কর্মের শ্রীমত্ দেওয়া হয়েছে, অমৃতবেলায় ওঠার কর্ম থেকে শুরু করে রাত্রে শুতে যাওয়া পর্যন্ত । কিভাবে উঠতে বসতে হয়, কিভাবে সবকিছু করতে হয় তোমাদের বলা হয়েছে । যদি সেই সময়ে না ওঠো তাহলে, অমৃতবেলা থেকে শ্রেষ্ঠ প্রারব্ধ বানাতে পারবেনা। যার অর্থ, তোমরা ব্যর্থ এবং বিকর্ম ত্যাগ করতে পারবেনা । অতএব, তোমাদের অবশ্যই এই অধীনতা ত্যাগ করতে হবে । সবরকম ব্যর্থকে ত্যাগ করতে হবে । কেউ কেউ ভাবে তারা তো কোনও বিকর্ম করেনি, তারা কোনও ভুল করেনি, তেমন কোনও কথাও বলেনি ! যাই হোক, ব্যর্থ শব্দও তোমাদের সমর্থ হতে দেবেনা অর্থাত্ তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হতে দেবেনা । যদি তোমরা কোনও বিকর্ম নাও করে থাকো কিন্তু ব্যর্থ কর্ম করেছ তবে বর্তমান বা ভবিষ্যতের জন্য কিছুই জমা হলোনা । শ্রেষ্ঠ কর্ম করলে বর্তমানেই শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল, খুশি আর শক্তিরূপে অনুভব হবে । তুমি নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রত্যক্ষ এবং তাত্ক্ষণিক ফল লাভ করবে আর অন্যরাও এমন শ্রেষ্ঠ কর্মী আত্মাদের দেখে পুরুষার্থ করার আগ্রহ এবং উত্সাহ অনুভব করবে যে, তারাও তোমার মতো হতে পারে । সুতরাং তুমি তাত্ক্ষণিক ফল লাভ করছ এবং অন্যের সেবা করছ । এইভাবে তুমি ডাবল জমা করছ, বর্তমানে জমার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের পুঁজি নিজে থেকেই যে কোনভাবে জমা হয়ে যাবে । এই হিসেবে যদি তুমি ব্যর্থ বা সাধারণ কর্মও করো তবে সেটা কত লোকসান হয়ে যায় ! সুতরাং, এইরকম কখনও ভেবোনা যে, তুমি কোনও তুচ্ছ কর্ম করেছ, যেটা সবসময়ই হয় । শ্রেষ্ঠ আত্মার প্রতি পদক্ষেপ, প্রতিটা কথা এবং প্রতিটা কর্ম শ্রেষ্ঠ হবে । সুতরাং, বুঝেছ তো ত্যাগের পরিভাষা কি ! সমস্ত ব্যর্থকে ত্যাগ করা মানে সাধারণ কর্ম, বচন, সময়কে ত্যাগ করে সদা সমর্থ, সদা অদ্বিতীয় হও, অর্থাত্, পদ্মাপদম সৌভাগ্যশালী হও । সুতরাং, সমস্ত ব্যর্থ আর সধারণ কথায় আন্ডারলাইন করো । এমন সংশয়জনিত ব্যাকুলতা ত্যাগ করো কারণ বিশ্বমঞ্চে ব্রাহ্মণ বাচ্চারা, তোমাদের পার্ট হিরো-হিরোইনের । এইরকম হিরো পার্টধারী আত্মাদের এক একটি সেকেণ্ড, এক একটি সংকল্প, এক একটি বচন এবং এক একটি কর্ম হীরের চেয়েও বেশী মূল্যবান । তোমরা যদি এক সেকেণ্ডও নষ্ট করো তবে হীরে খোয়ানোর মতো হবে । যদি কারও মহামূল্যবান হীরে কোথাও পড়ে যায় বা হারিয়ে যায়, তবে সে মনে করবে যে, কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ কোনও জিনিস সে হারিয়ে ফেলেছে । যাই হোক, এটা কোনও একটা হীরে হারাবার কথা নয় । অনেক হীরের মূল্য এক সেকেণ্ড । এইভাবে ভাবো । এটা এইরকম হওয়া উচিত্ নয় যে, তোমরা বসে বসে নিজেদের মধ্যে নগণ্য বিষয়ে সাধারণভাবে কথা বলে সময় কাটাবে ! তারপরে তোমরা কি বলো ? আমরা কোনও খারাপ কথা বলিনি, আমরা নিজেদের মধ্যে এমনিই শুধু কথা বলছিলাম, আমরা বসে পরস্পরের সাথে এমনিই শুধু গল্পগুজব করছিলাম । আমরা এমনিই শুধু সময় কাটাচ্ছিলাম । এইরকম 'এমনিই শুধু' করতে করতে কত সময় চলে যায় । তোমরা তো 'এমনিই শুধু' নও, তোমরা হলে হীরের মতো । সুতরাং, নিজের ভ্যালু কি, জানো । তোমাদের জড় চিত্রের কত মূল্য ! এমনকি তোমাদের এক সেকেণ্ডের ক্ষণিক দৃষ্টির কত মূল্য দেওয়া হয় । তোমাদের একটা সংকল্পই অনেক মূল্যবান যে, আজও তাকে বরদানরূপে মানা হয় । ভক্তরা বলে, শুধু এক সেকেণ্ডের দর্শন দাও । অতএব, সেই ক্ষণিকদৃষ্টি হল তোমাদের সময়ের ভ্যালু, এবং বরদান হল তোমাদের সংকল্পের ভ্যালু । তোমাদের উচ্চারিত শব্দের ভ্যালুও তেমনই। আজও, তোমাদের থেকে দুটো কথা শোনার জন্য তারা মরিয়া । তোমাদের দৃষ্টির ভ্যালু এমন যে, আজও তারা বলে তোমার ক্ষণিক দৃষ্টিতে আমাদের ভরপুর করে দাও- এমন আহ্বান করতে থাকে। । তোমাদের প্রত্যেক কর্মের ভ্যালু আছে । তোমরা বাবার সাথে যে শ্রেষ্ঠ কর্ম করেছ, তার বর্ণন করতে গিয়ে তোমরা আবেগে বিহ্বল হয়ে যাও । সুতরাং, প্রতি সেকেণ্ড এবং তোমার প্রত্যেক সংকল্প মূল্যবান ! সুতরাং, নিজের

মূল্য বুঝে তোমার বিকর্ম এবং অশুদ্ধ সংকল্পের ত্যাগ করো । তাহলে তোমাদের আজ ত্যাগের কোন পাঠের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে ? 'এমনিই শুধু' - এইরকম অমনোযোগী ভাবের শব্দ ত্যাগ করো । যেমন তোমরা আজকাল চলতি ভাষায় কথা বলো । তাইতো ব্রাহ্মণদের ভাষাও আজকাল এইরকম চলতি ভাষা হয়ে গেছে । এই চলতি ভাষার ত্যাগ করতে হবে ! প্রত্যেক সেকেণ্ড অদ্বিতীয় হতে হবে । তোমাদের প্রত্যেক সংকল্প অলৌকিক হতে হবে অর্থাত্ অমূল্য হতে হবে যা তোমাদের ডাবল ফল এনে দেবে, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের । তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে, কখনও কখনও একটা ফল থেকে কিভাবে দুটো ফল একসাথে বেরোয় - একত্রে দুটো ফল একটার মধ্যে ! সুতরাং, তোমাদের, শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সদা ডাবল ফল অর্থাত্ ডাবল প্রাপ্তি । ভবিষ্যতে কিছু লাভ করার আগে তোমাদের বর্তমানের প্রাপ্তি হয়, বর্তমানের আধারে তোমরা ভবিষ্যতের প্রাপ্তি লাভ করো । তাহলে তোমরা বুঝেছ ? ডাবল ফল খাও; সিঙ্গল নয় । আচ্ছা ।

সদা বিকর্মাজিত্, অমূল্য রত্ন হয়ে সেকেণ্ডকে অমূল্য বানানোর সেবায় নিয়োজিত এমন ডাবল হিরো, ডাবল ফল খেয়ে, ব্যর্থ আর অকিঞ্চিত্কর সবকিছুর মহাত্যাগী, সদা বাবা সমান শ্রেষ্ঠ সংকল্প এবং কর্ম করে, এমন মহা মহা ভাগ্যবান আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পার্টিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-

১) ভরপুর আত্মাদের বাহ্যিক রূপের দ্বারা সেবা

তোমরা যারা সাগরের কাছে থাকো, তারা কি সর্বদা সাগরের ধনভাণ্ডারের সম্পদে নিজেদের ভরে নিচ্ছ ? সাগরের নীচে কত ধনসম্পদ থাকে । সুতরাং, যারা সাগরের কাছে, সাগরতীরে থাকে তারা ধনভাণ্ডারের মালিক হয়ে গেছে । এমনিতে যখন কারও কোনও ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়, সে খুব খুশি হয় । হঠাত্ কারও সমান্য ধনলাভ হলে তার নেশা চড়ে যায় । বাচ্চারা, তোমাদের এইরকম ধনলাভ হলে কেউ এটা তোমাদের থেকে লুট করতে পারবেনা । ২১ জন্মের জন্য সদা তোমরা ধনবান থাকবে । সমগ্র ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি "বাবা" । তোমরা যেইমাত্র বলবে 'বাবা' সেইমাত্র খুলে যাবে কোষাগারের দরজা । সুতরাং, তোমরা চাবিও খুঁজে পেয়েছ, কোষাগারও খুঁজে পেয়েছ; সদাকালের জন্য অর্থবান হয়ে গেছ । এইরকম ভরপুর অর্থবান আত্মাদের চেহারায় খুশির ঝলক থাকে । তাদের খুশি দেখে সবাই বলবে - জানিনা তারা কি লাভ করেছে ! তাদের এটা জানার আগ্রহ থাকবে আর এইভাবে নিজে থেকেই তাদের সেবা হয়ে যাবে ।

২) মায়াজিত্ হওয়ার জন্য স্বমানের সীটে স্থিত হও

সবসময় নিজেকে স্বমানের সীটে বসে থাকা অবস্থায় অনুভব করো ? উচ্চতম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মার শ্রেষ্ঠ স্বমানের সীটে নিজেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা এবং মহান আত্মা অনুভব করো ? যে কোনও জায়গায় বসার জন্য তোমাদের সীট তো চাই, তাই না ! সেইজন্য সঙ্গমযুগে, বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ স্বমানের সীট দিয়েছেন, সেখানেই স্থিত হও । তোমার স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার অর্থই হলো সীটে স্থিত হওয়া । সদা এই স্মৃতিতে থাকো, প্রতি পদেb আমি পুণ্য আত্মা পুণ্য করছি । আমি মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ সংকল্প, শ্রেষ্ঠ বচন, শ্রেষ্ঠ কর্ম করি । কখনও নিজেকে সাধারণ ভেবোনা । তোমরা জানো এখন তোমরা কার হয়েছে আর কি হয়েছ ? সদাসর্বদা এই স্মৃতিতে স্থিত হও । এই আসনে যখন তোমরা স্থিত হবে তখন কখনও মায়া তোমাদের কাছে আসতে পারবেনা, তার সাহসই

হবেনা । আত্মার আসনই স্বমানের আসন । যারা এই আসনে বসে তারা সহজেই মায়াজিত্ হয়ে যায় ।

৩) সর্ব সম্বন্ধ একের সাথে যথার্থরূপে জুড়ে বন্ধনমুক্ত অর্থাত্ যোগযুক্ত হও

অনুক্ষণ নিজেকে বন্ধনমুক্ত আত্মা অনুভব করো ? সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছ নাকি এখনও বন্ধন রয়ে গেছে ? বন্ধন-মুক্ত হওয়ার লক্ষণ হলো সদা যোগযুক্ত থাকা । যদি যোগযুক্ত না হও তবে নিশ্চয়ই তোমার বন্ধন আছে । এখন তোমরা বাবার হয়ে গেছ, বাবাকে ছাড়া তোমাদের কি বা স্মরণে আসতে পারে ? তোমরা সদা প্রিয় বস্তু বা সুন্দর জিনিসেরই স্মরণ করো, তাই না ! তবে কি বাবার থেকেও শ্রেষ্ঠ বস্তু বা কোনও ব্যক্তি আছে ? তোমার বুদ্ধিতে যখন এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে বাবার থেকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, তুমি সহজযোগী হয়ে যাবে । তুমি সকল বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়ে যাবে ; তোমাকে মেহনত করতে হবেনা । তোমার সব সম্বন্ধ বাবার সাথে জুড়ে যায় আর সমস্ত অহংবোধের সমাপ্তি ঘটে । একেই বলা হয়ে থাকে সব সম্বন্ধ একের সাথে ।

৪) বাবার কাছাকাছি থাকা আত্মাদের লক্ষণ হলো, তারা সমান

সদা নিজেকে কাছের আত্মা অনুভব করো ? কাছের আত্মাদের লক্ষণ হলো সমান । এইরূপ কোনও আত্মা কারও কাছের হলে, তার সঙ্গের রঙে আপনা থেকেই সেই ব্যক্তি রঙীন হয়ে যায় । সুতরাং বাবার কাছের মান বাবার সমান । যা বাবার গুণ, তাই বাচ্চাদেরও গুণ ; যা বাবার কর্তব্য তাই বাচ্চাদেরও কর্তব্য । বাবা যেমন সদা কল্যাণকারী, সেইরকম বাচ্চারাও কল্যাণকারী । সুতরাং, সবসময় চেক করো, যে কর্মই করো, যে কথাই বলো তা' কি বাবা সমান ? বাবা যেমন সদা পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, সেইরকম বাচ্চারাও মাস্টার হয়ে যাবে । তোমাদের কোনও গুণ আর শক্তি এতটুকুও কম থাকবেনা । সম্পন্ন হলে অচল থাকবে, কোন অবস্থাতেই টালমাটাল হবেনা ।

৫) সেবার জন্য দৌড়ঝাঁপও মনোরঞ্জনের সাধন

সবাই নিজেকে প্রতি পদে স্মরণ আর সেবার দ্বারা শতগুণ জমা করার পদ্মাপদম ভাগ্যবান ব'লে মানো ? তোমরা উপার্জন করার কতো সহজ উপায় খুঁজে পেয়েছ ! আরামে বসে বাবাকে স্মরণ করো আর কামাই জমা করতে থাকো । মন্সা দ্বারা অনেক উপার্জন করতে পারো কিন্তু সেবার সুবিধার্থে তোমাদের যে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, সেটাও একরকম মনোরঞ্জন । এমনিতে, যদি তুমি জীবনে চেঞ্জ চাও, চেঞ্জ হয়েই যায় । তোমাদের সামনে উপার্জনের অনেক উপায় আছে, যা দিয়ে তোমাদের সেকেণ্ডে শতগুণ জমা হয়ে যায় । স্মরণ করা মাত্রই তোমরা শূন্য যোগ করে এটা আরও বাড়াতে সমর্থ হয়ে যাবে । সুতরাং, এইভাবে অবিনাশী ধন উপার্জনে নিজেকে বিজি রাখো ।

৬) পাঞ্জাব নিবাসী বাচ্চাদের স্মরণ -স্নেহ দিতে দিতে বাপদাদা বললেন

পাঞ্জাব নিবাসী সেবাধারী বাচ্চাদের সেবার উদ্যম-উত্সাহের প্রতি অবিরত অভিনন্দন । যত বেশী সেবা, ততো বেশী সেবার মেওয়া খেতে পারবে । এটা বিশেষ বেহদ সেবা । মেলা অর্থাত্ আত্মাদের মিলন করানোর তোমরা নিমিত্ত তৈরি হচ্ছ । বেহদের উত্সাহ নিয়ে বেহদের সেবা করেছ, সদা এইরকম উত্সাহ উদ্দীপনায় অবিরামভাবে এগিয়ে চলতে হবে । বাপদাদা জানেন, শাস্ত্রে পুরানো বাচ্চাদের ভাগ্য- মহিমা এখনও গাওয়া হচ্ছে এবং চৈতন্যরূপে নতুন যে বাচ্চারা এখানে এসেছে

তারাও এর বর্ণন করে । সুতরাং, এইরকম পদমপতি হওয়ার চান্স নিতে আগ্রহী বাচ্চাদের শতগুণ স্নেহের স্মরণ । আচ্ছা ।

বরদানঃ- মন-বুদ্ধি দ্বারা কোনোরকম মন্দকে টাচ না করে সম্পূর্ণ বৈষ্ণব এবং সফল তপস্বী ভব

পবিত্রতার পার্সোনালিটি এবং রয়্যালটি যার আছে, সে তার মন-বুদ্ধির দ্বারা মন্দ কোনো কিছু টাচ করতে পারেনা । যেমন ব্রাহ্মণ জীবনে শারীরিক আকর্ষণ ও শারীরিক টাচিং অপবিত্রতা, তেমনই মন-বুদ্ধি দ্বারা কোনও বিকারের সংকল্প মাত্র আকর্ষণ এবং টাচিং অপবিত্রতা । সুতরাং, তোমার সংকল্পেও তুমি ত্রুটিপূর্ণ কিছু টাচ্ কোরোনা - এটাই সম্পূর্ণ বৈষ্ণব ও সফল তপস্বীর লক্ষণ ।

স্লোগানঃ- মনের বিভ্রান্তি সমাপ্ত করে বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল বানাও ।